SHINJAN
Volume V, Issue 9, August-2019
ISSN : 2454-3322

রশীদ হায়দারের ছোটগল্প: বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের বৃত্তান্তে

মৃণালচন্দ্র হালদার

সংক্ষিপ্তসার

রশীদ হায়দার বাংলাদেশের এক খ্যাতনামা কথাশিল্পী। তাঁর এই শিল্প প্রকরণের একটি বিশেষ দিক হল ছোট গল্প। শব্দ পুত্তলিকার এই সৃষ্টি সম্ভারের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ স্বরূপ তাঁর বেশ কিছু গল্পে স্থান পেয়েছে। আমার এ আলোচনার বৃত্তটি সম্পন্ন হয়েছে এরূপ কয়েকটি গল্প নিয়ে। গল্পগুলির কয়েকটি হল: দ্বিতীয়বার, এ কোন ঠিকানা, অগ্নিস্পর্শে, জানালায়, আজ অনামিকা, এ কোন গৃহকোণ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের এক খ্যাতনামা কথাশিল্পী রশীদ হায়দার। ১৯৪১ সালে বাংলাদেশের পাবনার দোহার পাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা মহম্মদ হাকিমউদ্দিন আর মাতা রহিমা খাতুনের এই উজ্জ্বল সন্তানকে ভেবেছিলো সেদিন যে বড় হয়ে বাংলাদেশের মুখ এমন করে আলোকিত করে তুলবেন? সোনার বাংলায় শুধু সোনার ধান ফলে না, এমন সোনার মতন মানুষও জন্ম নেয়। রশীদ হায়দার তার উৎকৃষ্ট নজীর।

প্রতিটি শিল্প দরদি-মনের ক্ষেত্রভূমি থেকে জন্ম নেয়। শিল্পীকে তাই সেই ক্ষেত্রভূমির অধিকারী হতেই হয়, না হলে তো সে শিল্প হৃদয় ছোঁবে না। রশীদ হায়দার এমনই এক কথার প্রতিমা শিল্পের অনবদ্য কারিগর ছিলেন। বাংলাদেশের সাহিত্য প্রথম থেকে ছুঁতে গেলে এদেশের উপর দিয়ে উপপ্লবের মত বয়ে যাওয়া কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর রাখতেই হয়, না হলে বোধহয় বাংলাদেশি সাহিত্যের শিকড়ে স্পর্শকরা হয়ে উঠবে না। বিষয়গুলি হল:

১. বাহান্নের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গে একটি শক্তিশালী এবং স্থায়ী সাংস্কৃতিক মঞ্চের সূচনা। মাতৃভাষার জন্য সন্তানের এমন আত্মবলিদান পৃথিবীর ইতিহাসে মনে হয় এই প্রথম। এই আন্দোলনের পথ ধরেই একাত্তরের মুক্তি যুদ্ধ, যার অনিবার্য পরিণতি বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম।

২. মুক্তি যুদ্ধের স্বদেশি তরুণদের লক্ষ করে সমগ্র ভূখণ্ডের বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপর সামরিক অত্যাচার এবং নিপীড়ন বাঙালি এই প্রথম অনুভব করল।

 ISSN : 2454-3322

৩. ঠিক এই সময় রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ হল তৎকালিন পূর্ববঙ্গে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী রবীন্দ্রসংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করলেন বেতার ও দূরদর্শনে। কিন্তু পূর্ববঙ্গবাসী রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করার পরিবর্তে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরলেন। মুক্তি যুদ্ধের এই দারুণ দুর্দিনের সময় বাঙালির মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকলো—

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'।

দাগ কাটা এ ধরনের বড় বড় কয়েকটি বিষয় ছাড়া আরো নানা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে দেশবাসিকে। দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন ইত্যাদির মত ছোট বড় নানা ঘটনা এদেশের মানুষের উপর দিয়ে বয়ে গেছে বারে বারে। আর বাংলা দেশের সাহিত্য ব্রতীদের কলমে এর এক একটি বিষয় উঠে এসেছে শব্দের মনন শিল্প হয়ে। রসীদ হায়দার এমনই এক শব্দ শিল্পী যাঁর দরদী কলমের শৈল্পিক টানে মুক্তি যুদ্ধের সময়কালীন এই ভূখণ্ডের নিপীড়িত মানুষের আর্তি ও আর্তনাদ উঠে এসেছে নানা ছোট গল্পের আঙ্গিকে।

বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে উঠে আসা রসীদ হায়দারের স্মরণীয় কয়েকটি গল্প নিয়ে আমার এই আলোচনার বৃত্তটি সম্পন্ন করার প্রয়াস রাখলাম। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি কথা জানিয়ে রাখি, আলোচ্য গল্পগুলির বেশ কয়েকটি সরাসরি মুক্তি যুদ্ধের সাথে যুক্ত। আর কয়েকটি রয়েছে সরাসরি না হলেও পরোক্ষ ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। সরাসরি মুক্তি যুদ্ধের সাথে যুক্ত গল্পগুলি হল - 'দ্বিতীয়বার', 'এ কোন ঠিকানা', 'অগ্নিস্পর্শে', 'জানালায়' ইত্যাদি। আর পরোক্ষ ভাবে যে গল্পগুলি জড়িয়ে গেছে তা হল - 'আজ অনামিকা', 'এ কোন গৃহকোণ' ইত্যাদি। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ লেখকের কাছে বড় গর্বের বিষয়। দেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, মমত্ববোধ যে কতখানি প্রবল ছিল এ গল্পগুলিতে রয়েছে তারই উজ্জ্বল পরিচয়। আলোচনার শুরুতে যে গল্পটির কথা প্রথমে স্মরণ না করলেই নয়, সেটি হল 'দ্বিতীয়বার'।

দ্বিতীয়বার: সেনাদের ভয়ে শহর ছেড়ে গল্পের নায়ক স্ত্রী রুবী আর শিশু কন্যা রত্নাকে নিয়ে পদ্মার চরে লুকিয়ে থাকে। বুনোঘাস, কাঁটাঝোপের মধ্যে নিজের পরিবারকে নিয়ে এভাবে আত্মগোপন করতে গিয়ে সে আরো এক মর্মান্তিক বিপদকে ডেকে আনে। হঠাৎ শিশুটি চিৎকার করে ওঠে। ভয়ে স্বামী তার মুখে হাত চাপা দেয়। কান্না থামে। কিন্তু চিরতরে থেমে যায় শিশুটির স্পন্দন। কী মর্মবিদারক ঘটনা। নিজের হাতে বাবা-মা শিশুটিকে এভাবে মৃত্যুর মুখে একপ্রকার ছুঁড়ে দেয়। এর পরের দৃশ্য করুণ ও বেদনাঘন। চরের বুকে জেগে থাকা হিংস্র জন্তুদের আগমন ঘটে। বাতাসে তারা খবর পায়। কিন্তু খুবলে খাওয়ার আগেই সন্তান হারা মানব-মানবী চিৎকার করে ওঠে নিজেদের মৃত্যু ভয় উপেক্ষা করে। তারপর তারা পাগলের মত চরের বালি সরিয়ে একটি শিশুর শোবার মত জায়গা করে

ISSN : 2454-3322

ফেলে। বালির ভিতরে চিরতরে চাপা দেওয়ার আগে তারা দেখে রত্নার চোখ মুখ চুল সাদা আর সাদা। কিন্তু বাতাসে তার চুল উড়ছে। এই চুল সবে মাত্র ঝুঁটি বাঁধার মত হয়েছিলো। মা মাঝে মাঝে ফিতে দিয়ে এই চুল বেঁধে দিত। সন্তান হারিয়ে বড় অসহায়, বড় যন্ত্রণায় বেঁচে ছিল এই দম্পতি। তারপর মারা যায় রুবী। স্ত্রীর মৃত্যুর পর গল্পের নায়ক দ্বিতীয় বারের জন্য উপনীয় হয় সেই চরভূমিতে; যেখানে তার মৃত সন্তান শুয়ে আছে। সে সেখানে যায় কারণ, 'রত্নার ছোট্ট ঘর বাড়ির, দরজা খুলে বলে আসা দরকার, তোর মা আসছে।'

এই পটের উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় গল্পটি হল 'এ কোন ঠিকানা'। গল্পের কাহিনি পিছন থেকে তুলে আনা হয়েছে গল্পের কথক বাসেত মিঞার মুখ দিয়ে। বাসেত এ গল্পের কথক, সেই অর্থে অন্যতম একটি জরুরী চরিত্রও বলা যেতে পারে। বাসেত তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নান্টু ভাইকে। বাসেত এর বড় ভাই মাজেদ, যিনি পাকিস্তানী সেনাদের হাতে নিহত হন, তাঁর অপরাধ, তিনি তাঁর এক প্রতিবেশি যুবতিকে সেনাদের হাতে তুলে দিতে বাধা দেন। এই যুবতিকে তুলে দিতে সাহায্য করতে আসে শান্তি কমিটির প্রধান ওসমান গনির ছেলে ফারুক। এ সময় নান্টু ভাই মাজেদকে সাহায্য করতে পারত। কিন্তু করেনি। আজ নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা এবং নিয়ে আসার মধ্যেও বাসেতের একটা কৌশল কাজ করে। সেই কৌশলগত ভাবনার ভিতর দিয়ে বাসেত নান্টুভাইকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিল। যে রাস্তায় নান্টু বাসেতের বাড়িতে যাবে, সেই রাস্তার বর্ণনার মধ্যেই রয়েছে মুক্তি যুদ্ধের রক্তমাখা স্মৃতি, যেটা জানানো নান্টুকে বাসেতের মূল উদ্দেশ্য।

বাসেত নান্টু ভাইকে জানায়, পূব দিকের যে রাস্তা দিয়ে সে আসবে, তার বামদিকে রয়েছে ছোট একটি মাঠ। যে মাঠে শুয়ে রয়েছে মুক্তি যুদ্ধের পাঁচ মহান সৈনিক। যাঁরা একদিন কাশবনের ওপারে নদীর চরে লুকিয়ে ছিল মিলিটারী ক্যাম্প আক্রমনের অপেক্ষায়। কিন্তু শান্তি কমিটির প্রধান ওসমান গণি সে খবর পৌঁছে দেয় সেনাদের ক্যাম্পে। পাঁচ স্বদেশী তরুণকে সেদিন বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা করে দেয় পাকিস্তানি সেনারা। জনতাকে ভয় দেখানোর জন্য শহীদ পাঁচ তরুণের লাশ তারা ওপেন মাঠের মাঝখানে ফেলে রাখে। বাসেত নান্টুকে জানায়, নান্টু ভাই, যে রাতে চাঁদের আলো প্রখর হয়, আমি দেখেছি ওরা পাঁচ জন ওখানে হাত ধরা ধরি করে হেঁটে বেড়ায়। আমি দেখেছি ওরা যখন হাঁটে, তখন গাছের পাতারা মাথা নিচু করে থাকে, যে ঘাসে ওদের পা পড়ে না, সে ঘাস বঞ্চনার ব্যথায় কাঁদে...। মাঠের অদূরে ছোট্ট ঘরে এনামের বৃদ্ধা মা করুণ সুরে কাঁদে। তার যুবতি মেয়েকে দিনে দুপুরে মিলিটারির হাতে তুলে দেয় ওসমান গণির ছেলে ফারুক। এসব কথা নান্টুভাকে স্মরণ করে দেয় বাসেত বড় দুঃখে, বড় বেদনায়।

তারপর বলে, গভীর রাতে মেঘশূন্য আকাশে চাঁদ, তারারা আলো ছড়িয়ে দিলে, যখন সারা দেশ ঝলমল করে, পথে ঘাটে কোনো লোক চলাচল করে না, তখন নান্টু ভাই, ঠিক তখন আকাশ থেকে দেবদেবী নেমে আসে। তাঁরা এনামদের বাড়ির চারপাশে ঘিরে প্রথমে প্রণতি জানায় তারপর দেবীরা ঘরের ভিতরে গিয়ে এনামের মাকে বলে, মা, আপনি কাঁদছেন কেন? সুফিয়া নেই, আমরা তো আছি। এরপর সবচেয়ে সুন্দরী এবং কমবয়সি দেবী এনামের মায়ের বুকে মিশে গিয়ে শিশুর মত পাগলামি করে। এই ভাবে লেখক মুক্তি যুদ্ধের এক খণ্ডিত করুন অধ্যায়কে তুলে আনলেন আলোচ্য গল্পের আঙ্গিকে যা একদিকে ইতিহাস, অপরদিকে সাহিত্যের এক বিশেষ প্রকরণ হিসাবে স্থান করে নিলো।

পর্বের তৃতীয় গল্পটি হল 'অগ্নিস্পর্শে'। মুক্তিযুদ্ধের অন্য একটি মুখ এ গল্পে তুলে এনেছেন গল্পকার রশীদ হায়দার। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সৈন্য একটি কুখ্যাত গুপ্তচর বাহিনী তৈরি করে। এরা হল 'রাজাকার'। পাকিস্তানের দিকে যে সমস্ত বাঙালি ও উর্দুভাষিরা ঝুঁকে ছিলো, তাদের নিয়ে এই দল তৈরি হয়। এরা গুপ্তচর এর মত কাজ করে থাকে। নির্মম, নিষ্ঠুরতম হল এদের কাজ কারবার, একদিন মুক্তি যুদ্ধের দুই মানব-মানবী আমজাদ ও তার স্ত্রী জামিলাকে এই কুখ্যাত বাহিনি ধরে ফেলে। এরপর জ্বলন্ত বয়লারের মধ্যে এদের নিক্ষেপ করা হয়। এই নিষ্ঠুর খবর প্রকাশ করে দেন স্বয়ং লেখক। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই লেখকের উপর নেমে আসে চরম আঘাত ও বিপর্যয়। কারণ, অত্যাচারের নায়ক এখন গণ্যমান্য এক ব্যক্তি। নাম আলহাজ আখতার হোসেন। একজন এম পি। আখতারের মেয়ে টেলিফোনে হুমকি দেয় লেখককে। পরের ঘটনা, লেখককে পোষা গুণ্ডা বাহিনীর দ্বারা আধামরা করে হাসপাতালের বেডে পাঠানো হয়। সেখানেই তাঁর জীবন দাত্রী রূপে দেখা পান আর এক তরুণীকে। আগুনের মত তার গায়ের রঙ, সেই অগ্নিকন্যা গভীর রাতে লেখকের মুখোমুখি হয়। চলে পরস্পর কথা। রমণী জানায় শহীদ আমজাদ ও তার স্ত্রী জামিলা বিবি তার বাবা-মা। হঠাৎ চমকে ওঠেন লেখক। তারপরেই জিজ্ঞাসা, 'তাদের তো কোনো সন্তান ছিলো না।' উত্তরে অগ্নিকন্যা বলে, 'তা ঠিক, আমার জন্ম ওই গনগনে বয়লারেই।' এখানেই ছোট গল্পের ব্যঞ্জনা। গুটিকয় শব্দ দিয়ে ছবি আঁকার কৌশল, আর সেই শিল্প রূপ মনন কৌশলের ভাষা চিত্রে ফুটে ওঠে বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের এক একটি খণ্ড ছবি।

এই সময়ের অপর একটি গল্প হল 'জানালায়'। এখানেও ভাষা পায় পাকসেনাদের অত্যাচার, আর সে বিষময় অত্যাচারের শিকার হয় বাংলাদেশের অসহায় রমনী। এখানেই উঠে আসে এমনই এক রমনী, যে পাক সেনাদের পাশবিক শিকারের খাদ্য হয়ে ওঠে। যুদ্ধের শেষে ঘরে ফিরে লাঞ্ছিতা স্ত্রীর মুখোমুখি আসার শত চেষ্টা করেও বিফল হয় স্বামী। পরিবার সংসার যেন তাদের কাছে শ্মশান ভূমি মনে হয়। তাদের ভালোবাসা,

মমত্ববোধ, হৃদয়ের আকর্ষণ যেন কোথায় হারিয়ে যায়। ফুরিয়ে যায় জীবনের সবুজ স্বপ্ন-আশা আকাঙ্ক্ষার খেত-খামার সব কিছু।

আবার এর উল্টোটাও আছে 'আজ অনামিকা' গল্পে। যদিও সরাসরি মুক্তি যুদ্ধের ছায়াপাত ঘটেনি। কিন্তু যুদ্ধের শেষে নিখোঁজ স্বামীর জন্য স্ত্রী প্রেম ও ভালোবাসা বড় হয়ে উঠেছে এ গল্পে। দেশের স্বাধীনতার জন্য স্বামী যুদ্ধে গেছেন, আর ফেরেননি। কিন্তু স্ত্রী স্বামীর ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকেন। বসে থাকেন, বসে থেকেছেন - শেষ দিন পর্যন্ত। মুক্তি যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবও তাঁর বেশ কিছু গল্পে আমরা খুঁজে পাই। এজাতীয় তাঁর একটি মর্মস্পর্শী রচনা হল 'এ কোন গৃহকোণ'। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের সংকটের কথা গল্পটিতে তুলে ধরেছেন কথাকার রশীদ হায়দার। গল্পটির মূল বিন্দুতে রয়েছে আহম্মদ আলি। যদিও সে বর্তমানে মৃত। স্ত্রী আফিয়ার বর্ণনার মধ্যে যে বেঁচে রয়েছে এ গল্পে। রাজাকারদের হাত থেকে ভাইকে বাঁচাতে রাইফেলের আঘাত সে বুক পেতে নিয়েছিলো। সেই চরম আঘাতেই হয়তো আহমদ আলির মৃত্যু হয়। কিন্তু আফিয়া জানায় তার ভাই বাসেতকে, যে ভাইকে বাঁচাতে সে বুক পেতে দিয়েছিলো, যুদ্ধ শেষের পর সেই ভাই কেমন ভাবে জীবন কাটাচ্ছে। যার জন্য আলি শহীদ হলেন, সেই ভাই আজ চোখের বালি মৃত দাদার কাছে, বর্তমান বেঁচে থাকা ভাবীর কাছে (বৌদি)। তাই বড় বেদনার দেওর সম্পর্কে আফিয়া বলে। লোকে তো জানে তোরা মুক্তি বাহিনীতে আছিস, কিন্তু আমি তো জানি, কোণে তুরা কি করিস, দ্যাশ স্বাধীন হওয়ার পর তুরা কি মানুষ ছিলিরে... ?

এই ভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্বাদেশি তরুণ-তরুণীকে আত্মবলিদান, তাদের দেশ ভক্তি, স্বদেশ প্রেম যেমন তাঁর গল্পে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উঠে এসেছে, স্থান পেয়েছে, তেমনি নির্মম কশাই - ঘাতকদের প্রতি তিনি ঘৃণা, অবহেলা, অশ্রদ্ধা সমভাবে বর্ষণ করেছেন। কুণ্ঠিত হননি একবিন্দু। তার প্রমান রয়েছে তাঁর প্রতিটি গল্পের আঙ্গিক-প্রতি আঙ্গিকে। এখানেই রশীদ হায়দার সফল, সার্থক তাঁর শিল্প সাধনা।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. হায়দার, রশীদ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল।
২. হায়দার, রশীদ, যদি দেখা পাও।
৩. হায়দার, রশীদ, খাঁচায় অন্ধ কথা মালা।
৪. হায়দার, রশীদ, গন্তব্যে।
৫. হায়দার, রশীদ, গল্প সমগ্র-১।
৬. হায়দার, রশীদ, গল্প সমগ্র-২।
৭. হায়দার, রশীদ, বৃহন্নলা ও অন্যান্য।
৮. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ছোটগল্প পরিচয়।
৯. ঘোষ, তপোব্রত, রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ।